বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন : বিশ্ব অগ্রগতির যোগসূত্র

এমন একটি বিশ্বের কথা কল্পনা করুন, যেখানে কোনো তার, ক্যাবল বা স্যাটেলাইট কার্যক্রম নেই। গত গ্রীষ্মে ব্ল্যাক আউটের সময় স্বল্পকালের জন্য এর স্বাদ পেয়েছিল নিউইয়র্কবাসী। কিন্তু তারা জানতো যে, তাদের কম্পিউটার পাম পাইলট ও ইন্টারনেট সংযোগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ ফিরে পাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য আবার সরগরম হয়ে উঠবে। আর তা হয়েও ছিল। যে নগরী কখনো নিদ্রামগ্ন হয় না, সেই নগরীকেই আলো চলে যাওয়ার কারণে ৭৫ কোটি মার্কিন ডলারের রাজস্ব গচ্চা দিতে হয়েছে। বিশ্বের বেশির ভাগ অংশেরই ইন্টারনেটে যাওয়ার মতো ইচ্ছে নেই, যদিও তা এ কারণে অপরিহার্য যে, প্রাপ্ত উপাত্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি সঞ্চার ও সাক্ষরতার পর্যায় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ বিনির্মাণে সহায়তা করে। প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের ফলে ১৯৯৫ থেকে ২০০১ সালে ওইসিডিভুক্ত দেশগুলোতে জিডিপি ও উৎপাদনশীলতার হার দশমিক ৩ ও দশমিক ৮ ভাগ বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ইন্টানেটের দ্রুত ও সুবিস্তৃত আওতা উদীয়মান অর্থনীতির সংশ্লিষ্ট অংশের জীবনমান উন্নত করছে। মানুষের নবাবিষ্কারমূলক ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেটে হাইব্রিড ডাক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বস্তি এলাকার অধিবাসীদের Ecosandals.comportal-এর মাধ্যমে বাতিল টায়ারের রাবার ব্যবহার করে তৈরি স্যান্ডেল বিক্রি করা। আর ভারতে ১ হাজার ডলারের এন-লগ ইন্টারনেট কিওস্ক কিটের কল্যাণে দিনে আড়াই ডলার ব্যয়ে ই-মেইল ও ভিডিও ভিত্তিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামে মহামারি ও শস্যের রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে। এই বিশাল দেশটিতে বর্তমানে সাড়ে ৯ লাখের মতো বুথ কাজ করছে, যা থেকে যে আয় হয় তা টেলিযোগাযোগ থেকে প্রাপ্ত সকল আয়ের এক-চতুর্থাংশ।

এখনো স্বল্প আয়ের দেশের শতকরা ১ ভাগের কম অধিবাসী ইন্টারনেটের গ্রাহক। অর্থনীতির সর্বজনীন মুদ্রার তথ্য এবং তার অবাধ ও দ্রুত প্রবাহ আমাদের জীবনযাত্রার ধরন, শিক্ষা ও উপার্জনকে যেভাবে রূপায়িত করছে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক প্রতিশ্রুতির আওতা থেকে অর্ধেক বিশ্ববাসী বাইরে থাকার ঝুঁকি নিচ্ছে। সবার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও তাকে কাজে লাগানো এবং এগুলো যে লাগসই, সহজলভ্য ও ব্যবহারকারীর অনুকূল তা নিশ্চিত করা এবং গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে নীতি প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করছে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন সম্মেলনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছে।

জি-৮ ও উন্নয়নশীল দেশের ৫০ জনের বেশি রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন; সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত ও প্রচার মাধ্যমের প্রায় ৮ হাজার প্রতিনিধি এতে যোগ দেবেন। সভাপতি ও বিশেষজ্ঞবৃন্দ, ওয়েব দিশারি টিম বারনারস-লি ও অন্যান্য স্বপ্নদ্রষ্টাও সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। সবাই মিলে নবাবিষ্কারমূলক প্রয়োগের জন্য অংশীদারিত্ব জোরদার করবেন এবং এই প্রযুক্তির মানবিক সংশ্লেষ ও তার সাহায্য কিভাবে একটি উত্তম বিশ্ব গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। সম্মেলনে যে কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হবে তা অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের সকল খাতের সহযোগিতা ও নেতৃত্ব অপরিহার্য।